যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬ ...

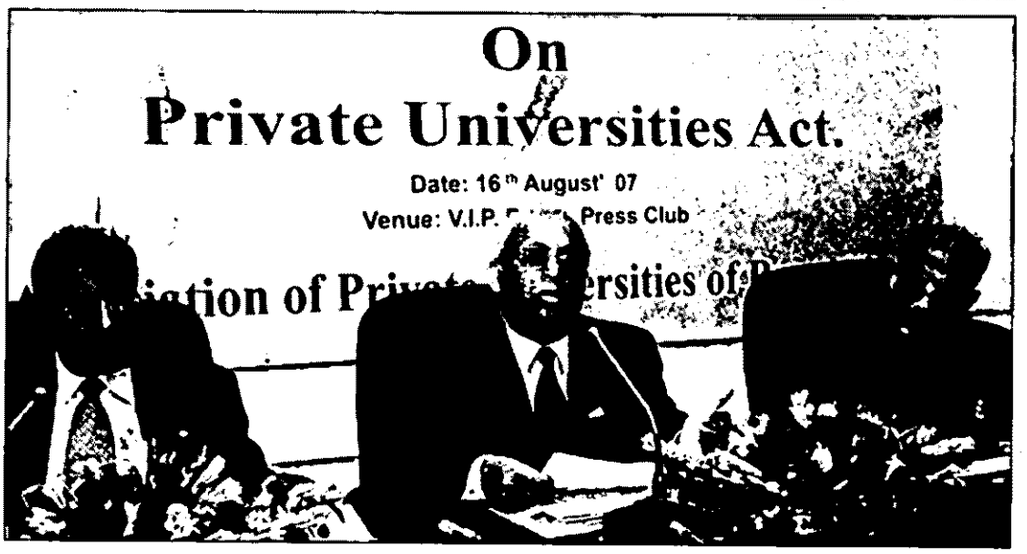

সংবাদ সম্মেলনে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জন্য নতুন কোনো আইন প্রয়োজন নেই

যায়যায়দি রিপোর্ট

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জন্য নতুন করে কোনো আইনের প্রয়োজন নেই। বিদ্যমান আইন কার্যকর করেই সুশৃঙ্খলভাবে ইউনিভার্সিটিগুলো পরিচালনা করা সম্ভব। প্রয়োজনে আইনটির সংশোধন করা যেতে পারে। নতুন আইন পাস হলে মানবসম্পদ সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হবে। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার মূল ধারণা বন্ধ হয়ে যাবে। গতকাল প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ এ অধ্যাদেশকে একটি পশ্চাৎপদ ভাবধারা, শিক্ষার সুযোগ সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণমূলক চিন্তা-ভাবনার ফল হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সরকার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে খুব শিগগিরই একটি নতুন আইন পাস করতে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত এ আইনের ধারাগুলো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ গতকাল প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে জারি হতে যাওয়া অধ্যাদেশটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ৯২ (সংশোধিত ৯৮) যথেষ্ট। আইনটি প্রয়োজনে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে কয়েকটি বিষয় সংশোধন করা যায়। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া উচিত। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে ফেলে এগুলো পরিচালনার চেষ্টা করা হলে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে বাধার সৃষ্টি হবে। তারা আরো বলেন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে ইউজিসির প্রতিনিধিত্ব সিন্ডিকেটে থাকার কোনো যুক্তি নেই। বরং ইউজিসিতে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিত্ব থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার, সদস্য আলীমুল্লাহ মিয়ান, ইউএসটিসির প্রতিষ্ঠাতা ভিসি ও জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর রহিম বি এ তালুকদার, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী, গ্রিন ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. ইউসুফ আলী, ডেফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান সবুর খান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. এএইচ এম সাদেকসহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ভিসি, প্রোভিসি ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আবুল কাসেম হায়দার বলেন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দেশে উচ্চ শিক্ষায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তার একটি বিপরীত চিত্র এখানে লক্ষ্য করা যায়। এ অধ্যাদেশ একটি কল্পিত অবস্থাকে প্রতিহত করার জন্য প্রণীত তা বস্তু নির্ভর নয়। তিনি বলেন, যে বিষয় তথ্য ভিত্তিক নয়, একই সঙ্গে যার তাত্ত্বিক ভিত্তি দুর্বল তা পরিহার করলে উচ্চ শিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থে মঙ্গল হবে।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী বলেন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জন্য নতুন কোনো আইনের প্রয়োজন নেই। বিদ্যমান আইনের সংশোধন হতে পারে এবং তার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা অবশ্যই সবার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই হতে হবে।

প্রফেসর নুরুল ইসলাম বলেন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জন্য নতুন কোনো আইনের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি বলেন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ডাক্তারি পড়ানো যাবে না এটি পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। নতুন আইন বাস্তবায়নে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আগের আইনটি সম্পূর্ণ রহিত করা অন্যায় হবে।